জঙ্গিপুর সংবাদের নিয়মাবলী

বিজ্ঞাপনের হার প্রতি সপ্তাহের জন্য প্রতি লাইন ।৵০ আনা, এক মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতি বার ।০ আনা, ১৲ এক টাকার কম মূল্যে কোন বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় না। স্থায়ী বিজ্ঞাপনের দর পত্র লিখিয়া বা স্বয়ং আসিয়া করিতে হয়।

ইংরাজী বিজ্ঞাপনের চার্জ্জ বাংলার দ্বিগুণ

সডাক বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা

নগদ মূল্য ✓০ এক আনা।

শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

Registered No. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

হাতে কাটা
বিশুদ্ধ পৈতা
পণ্ডিত-প্রেসে পাইবেন।

অরবিন্দ এণ্ড কোং

মহাবীরতলা পোঃ জঙ্গীপুর (মুর্শিদাবাদ)

ঘড়ি, টর্চ, ফাউণ্টেন পেন, চশমা, সেলাই মেসিনের পার্টস্ এখানে নূতন কিনিতে পাইবেন।

এখানে সকল প্রকারের সেলাই মেসিন, ফটো ক্যামেরা, ঘড়ি, টর্চ, টাইপ রাইটার, গ্রামোফোন ও যাবতীয় মেসিনারী সুলভে সুন্দররূপে মেরামত করা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

৪১শ বর্ষ | রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ—১৯শে জ্যৈষ্ঠ বুধবার ১৩৬১ ইংরাজী 2nd June. 1954 | ৩য় সংখ্যা

ওরিয়েণ্টাল মেটাল ইণ্ডাষ্ট্রীজ লিঃ ৭৭, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১২

C. P. Service

অগ্রগতির পথে নূতন পদক্ষেপ

হিন্দুস্থান তাহার যাত্রাপথে প্রতি বৎসর নূতন নূতন সাফল্য, শক্তি ও সমৃদ্ধির গৌরবে দ্রুত অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে।

নূতন বীমা (১৯৫৩)

১৮ কোটি ৮৯ লক্ষের উপর

হিন্দুস্থানের উপর জনসাধারণের অবিচলিত আস্থার উজ্জ্বল নিদর্শন।

ভারতীয় জীবন বীমার ক্ষেত্রে

পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা **২ কোটি ৪২ লক্ষ বৃদ্ধি**

সমসাময়িক তুলনায় সর্ব্বাধিক

হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ

ইন্সিওরেন্স সোসাইটি, লিমিটেড,

হিন্দুস্থান বিল্ডিংস্, কলিকাতা—১৩

শাখা অফিস : ভারতের সর্ব্বত্র ও ভারতের বাহিরে

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

১৯শে জ্যৈষ্ঠ বুধবার সন ১৩৬১ সাল

"মুনীনাঞ্চ মতিভ্রমঃ"

—•—

পুরাকালের পণ্ডিতগণ বলিয়াছেন—

জিহ্বা টলতি ধীরস্য পাদষ্টলতি হস্তিনঃ।
ভীমস্যাপি রণে ভঙ্গো মুনীনাঞ্চ মতিভ্রমঃ॥

ধীর ব্যক্তিরও জিহ্বা কখন কখন বিচলিত হয়, হস্তীরও সময়ে সময়ে পদস্খলন হয়, ভীমকেও কখন কখন রণে ভঙ্গ দিতে দেখা গিয়াছে (অভিমন্যু বধের দিন ব্যূহদ্বার রক্ষক জয়দ্রথের সহিত রণে ভীমকে রণে ভঙ্গ দিতে হয়), এবং মুনিদিগেরও সময় সময় মতিভ্রম হইয়া থাকে। বি-টি পরীক্ষার্থীরা অগ্র-পশ্চাৎ বিবেচনা না করিয়া যে পরীক্ষাগৃহ ত্যাগ করিয়াছিলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহাদের ২ বৎসরের জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন পরীক্ষায় অবতীর্ণ হইবার অধিকার হইতে বঞ্চিত করিয়াছেন। পরীক্ষার্থীরা অপরাধ স্বীকার করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছেন। নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতির পক্ষে শ্রীসত্যপ্রিয় রায় এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলিয়াছেন—বিশ্ববিদ্যালয় যে দণ্ডের বিধান করিয়্যছেন তাহা দরিদ্র শিক্ষক পরীক্ষার্থীদের পক্ষে সাংঘাতিক হইয়াছে। ২ বৎসর দণ্ডভোগ করিয়া ১৯৫৬ অব্দে পরীক্ষা দিবার মত সামর্থ্য ইঁহাদের মধ্যে শতকরা ১০ জনেরও হইবে না। বহু ক্ষেত্রে তাঁহারা যে যে স্কুলে শিক্ষকতা করেন, স্কুল কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহাদের পদচ্যুত করিয়া অন্য লোক নিয়োগ করিবেন, ফলে তাঁহাদের পরীক্ষা দেওয়া দূরের কথা তাঁহাদের পরিবারবর্গকে অনশন ও মৃত্যুর মুখে ঠেলিয়া দেওয়া হইবে। এক্ষেত্রে সিণ্ডিকেটের কর্ত্তৃপক্ষের একটু দরদ ও সহানুভূতি দেখাইয়া মানবতার দিক হইতে বিষয়টি বিচার করা উচিত।

পরের ভুল আর নিজের ভুল বেশ বিচার করিলে বিশ্ববিদ্যালয় নিজের মধ্যেকার গলদ যখন জানিতে পারেন, তখন তো কই এত কড়া বিচার করা দেখা যায় নাই। দৃষ্টান্তস্বরূপ আমরা নব-নিযুক্ত ভাইস চ্যান্সেলার ডাঃ জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ মহাশয়কে স্মরণ করিতে অনুরোধ করি—যখন সুরেন্দ্রনাথ কলেজের একটী বি-এস-সি পরীক্ষার্থীকে অন্যায়-ভাবে ফেল করা হয়, এবং সুবিচার পাইবার জন্য তাহাকে মহামান্য হাইকোর্টের আশ্রয় লইয়া পাশ হইতে হয়, শুধু একা নয়, তাহারই মত অবিচারপ্রাপ্ত আরও ২৮ জনকে পাশ বলিয়া ঘোষণা করিতে এবং নিজেদের বহু জেদের 'না'কে শেষ অবধি 'হাঁ' বলিতে বাধ্য হইতে হয়। সেই ভ্রম মনে করিয়া বি-টি পরীক্ষার্থী অনুতপ্তগণকে তাহাদের ভ্রমে ক্ষমা দান করিলে মহত্ত্বেরই উদাহরণ দেখান হইবে।

পবিত্র রমজান ও পাকিস্থান

—•—

গত ৫ই মে হইতে ইস্লাম ধর্ম্মীয়গণের পবিত্র রমজান সুরু হইয়াছে। রমজান মাসে ধর্ম্মপ্রাণ মুসলমানগণ দিবসে খাদ্য পানীয় গ্রহণ করা দূরের কথা, মুখের থুথু, বা লালা উদরস্থ হইলে ধর্ম্মবিরুদ্ধ কাজ করা হয় বলিয়া তাঁহারা ঢোক গিলেন না। ধর্ম্মভ্রষ্ট হইবার ভয়ে কেবল থুথু ফেলিয়া থাকেন। সূর্য্যাস্তের পর রোজা এপ্তার করেন অর্থাৎ খাদ্য পানীয় গ্রহণ করেন। রাত্রে আহার করিয়া থাকেন।

রোজা নামাজ হইল দানের কাজ অর্থাৎ পুণ্য কর্ম আর ধন দৌলত রোজগার বা সম্পত্তি অর্জ্জন দুনিয়ার কাজ। ইংরাজ এদেশ ছাড়িয়া যাইবার সময় ভারত ভাগ করিয়া পাকিস্থানএর সর্ব্বময় কর্ত্তা করিয়া গেলেন মোস্লেম লীগ দলভুক্ত মুসলমান সম্প্রদায়কে। এই হইতে পূর্ব্ববঙ্গ পাকিস্থানের অন্তর্ভুক্ত হইয়া মোস্লেম লীগের শাসনাধীনে ছিল। পূর্ব্ব বঙ্গের সাধারণ নির্ব্বাচনে সুরাবর্দ্দী সাহেবের আওয়ামী সম্প্রদায় এবং ফজলুল হক সাহেবের কৃষক শ্রমিক দলে এক জোট হইয়া যুক্তফ্রণ্ট নাম দিয়া নির্ব্বাচনে নামিয়া শাসন সিংহাসনে অধিষ্ঠিত মোসলেম লীগ দলকে ভীষণ গো-হারাণ হারিয়ে দিয়ে পূর্ব্ব বঙ্গের গদী দখল করিলেন। এই জয়-লাভ সমস্ত পৃথিবীর মধ্যে একটা তাজ্জব ব্যাপার বলিয়া গণ্য হইল। রাজশক্তিতে শক্তিমান মোস্-লেম লীগ মাত্র ৯টী আসন পাইয়া ফ্যা ফ্যা করিতে লাগিল। যুক্ত ফ্রণ্ট দল পাইল ২২২টি আসন। খোদার মর্জ্জিতে হক সাহেব পূর্ব্ব বঙ্গের প্রধান মন্ত্রী হইলেন। তাঁহার সরকার হক সরকার নামে অভিহিত হইল। হক সাহেব কলিকাতায় আসিয়া কলিকাতার অধিবাসীর সহিত হৃদ্যতাপূর্ণ ব্যবহারে বিপুল সম্বর্দ্ধনা লাভ করিলেন। এটা স্বাভাবিক যে পরাজিত মোসলেম লীগ দল এই হক সরকারকে বে-ইজ্জত করিবার সুযোগ পাইলে ছাড়িবে না। হক সাহেব কলিকাতা হইতে ঢাকা ফিরিয়া যাইবার কয়েক দিনের মধ্যেই নারায়ণগঞ্জ আদমজী মিলে বাঙ্গালী ও পশ্চিমা শ্রমিকদের মধ্যে দাঙ্গা সুরু হইয়া প্রায় হাজার লোক (পাকিস্থানী কাগজগুলির মতে ৬০০ শতের উপর) নিহত হইল। সকলে অনুমান করে যে এই দাঙ্গাঘটিত হত্যাকাণ্ডের পিছনে গভীর রাজনৈতিক চক্রান্ত আছে।

পাকিস্থানের প্রধান মন্ত্রী জনাব মহম্মদ আলী বলেন—এই দাঙ্গার মূলে আছে কমিউনিষ্ট দল ও পাকিস্থানের চির দুষমন্ দল (ভারতীয়গণ)। জনাব ফজলুল হক সাহেব বলেন কমিউনিষ্টগণের এ কাজ নয়। ইতিমধ্যে মার্কিন পাকিস্থান সামরিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়া গেল। মহম্মদ ইফ্তিকার উদ্দীন করাচীর কেন্দ্রীয় সভায় জোর গলায় বলিয়া ফেলিলেন—মীর জাফর ইংরাজের সঙ্গে হাত মিলাইয়া এত আনন্দিত হয় নাই, যত আনন্দিত হইয়াছেন পাকিস্থানী প্রধান মন্ত্রী আমেরিকার হাতে পাকিস্থানের সামরিক সাহায্য লাভ চুক্তিতে। ফজলুল হক সাহেবের করাচীতে ডাক পড়িল। নারায়ণগঞ্জের হত্যাকাণ্ডের আলোচনা সুরু হইল। প্রধান মন্ত্রী জনাব আলীর সঙ্গে পূর্ব্ব বঙ্গের মুখ্য মন্ত্রী জনাব হকের তর্কাতর্কিপূর্ণ আলোচনা সুরু হইল। ফলে পূর্ব্ব বঙ্গের সঙ্গে পশ্চিম পাকিস্থানের বিরোধ চরমে উঠিবার উপক্রম হইয়াছে। সামরিক সাহায্য-দাতা মার্কিন অস্ত্রশস্ত্র দিবার আগেই পাঠাইয়াছেন "নিউইয়র্ক টাইমসের" এক সাংবাদিক প্রতিনিধি। এই প্রতিনিধি বলেন যে হক সাহেব তাহাকে (প্রতিনিধিকে) বলিয়াছেন—পূর্ব্ব বঙ্গ স্বাধীন হইতে চায়। এই প্রতিনিধি উক্ত "নিউইয়র্ক টাইমসে" সেই মর্ম্মে এক সংবাদ ছাপাইয়াছেন।

পূর্ব্ববঙ্গে গণতান্ত্রিক শাসনের মঞ্জিল মাটি

৩০শে মে সন্ধ্যা ৬ ঘটিকার সময় মেজর জেনারেল ইস্‌কান্দাহার মির্জা পূর্ব্ব পাকিস্থানের গবর্ণররূপে শপথ গ্রহণ করিয়াছেন। ফজলুল হক মন্ত্রীসভা বরখাস্ত। হক সাহেব নজরবন্দী। প্রধান সহরসমূহে সৈন্যবাহিনীর টহল। দুই শতাধিক গ্রেপ্তার।

হক সাহেব এই বিবৃতি সাফ অস্বীকার করেন। পাকিস্থানেও অনেক কাগজ আছে তাদের কাছে হকের বিবৃতি লইবার বন্দোবস্ত করা কি কঠিন হইত! যে নিউইয়র্ক টাইমসের প্রতিনিধিকে এই বিবৃতি দেওয়া হইল। জনাব হক এই বিবৃতি মিথ্যা বলিয়া জবাব দেন। গত বুধবার কলিকাতায় গুজব রটে যে হক সাহেব নিহত হইয়াছেন, কেহ বলে তাঁহাকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। গুজব গুজবই হইয়াছে। তবুও জানা যায় যে পূর্ব্ব বঙ্গের গবর্ণরকে সেখানে সমন দিয়া লইয়া যাওয়া হইয়াছে। লীগ-বিজয়ী ফজলুল হককে গদীচ্যুত এখন করিতে পারিলে ওবেলা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করা সবুর সয় না। এই অশীতিপর বৃদ্ধ নেতা এমন পাক্কা রাজনীতিজ্ঞ যে ইহাকে কি করা যায় তাই লইয়া বিষম সমস্যা সৃষ্টি হইয়াছে। প্রধান মন্ত্রী জনাব আলী বিষম মুস্কিলে পড়িয়াছেন। যাহা করিতে ইচ্ছা তাহাতেই গণ-সমর্থন থাকিবে না বলিয়া ভয় হয় কারণ হক সাহেবের জনপ্রিয়তার তুলনা নাই। সৈন্য দিয়া শাসনে বা গবর্ণর দিয়া শাসনে পূর্ব্ববঙ্গ রাখা কঠিন হইবে। ফজলুল হকের লোক-প্রীতি তাঁহাকে মরণের পরেও দিলের মধ্যে গদী দিয়া বসাইবে। ইহাতে ভুল নাই। আল্লা মালিক যা কর তুমি।

ভেজাল ধরায়

পাওয়ার (Power=ক্ষমতা) পাওয়ার (প্রাপ্তির)

কলিকাতা ও বোম্বাই সব স্থানেই খাদ্যে, ঔষধে, পথ্যে এবং পানীয়ে ভেজাল ধরার হিড়িক পড়িয়া গিয়াছে। সম্প্রতি কলিকাতা কর্পোরেশনের দুর্নীতি ধরা বিভাগ ও এনফোর্সমেণ্ট বিভাগের পুলিশ নানা স্থানে হানা দিয়া ভেজাল মিশানো খাবার, ঔষধ, বালি, প্রভৃতি আটক করিয়া গুদামে তালা বন্ধ ও মালিকের মধ্যে কতকগুলি মহাত্মাকে গ্রেপ্তারও করিয়াছে। এ বিষয়ে সুবিধার জন্য করপোরেশনের মেয়র মহোদয় আরও অধিক ক্ষমতা পাইবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন। আমরা কিন্তু ভয় করি power =ক্ষমতাকে আর পাওয়ার অর্থাৎ এই ব্যাপারে দুর্নীতি ধরার দুর্নীতি-চরিত্র সরকারী লোকের দাঁও মারিয়া কিছু মোটা অর্থ পাওয়ার সুযোগকে। আজ-কাল অভিযুক্ত ব্যক্তিদের সম্মান বজায় রাখিয়া তাহাদের নাম পর্য্যন্ত উল্লেখ করা হয় না। যখন বিচারের আগে আসামীকে হাতে হাতকড়ি কোমরে দড়ি দিয়া চালান দেওয়ার ব্যবস্থা আছে, তখন ৪ জন অবাঙ্গালীকে ধরা হইয়াছে বলিয়া তাহাদের নাম গোপন রাখার রেওয়াজ উঠিয়াছে। এই খাতির করা দেখিলেও ভয় হয়। পরীক্ষায় সব খাঁটি মালই ধরা হইয়াছিল বলিয়া আসামী খালাস। আর লোক যায় না। বিষ খাওয়া, মারা বা ভেজাল ঔষধ দিয়া রোগী হত্যার দায়ে ফেলিয়া "নিয়ারেষ্ট লাইট পোষ্টে" ফাঁসী দেখার জন্য লোক খুব উৎসুক।

বিশুদ্ধ সুস্বাদু পানীয় জল

বর্ত্তমানে রঘুনাথগঞ্জে সোডা-ওয়াটার, লেমনেড, আইসক্রীম প্রভৃতি পানীয় জল তৈরীর কোন কারখানা ছিল না। বহরমপুর হইতে স্থানীয় বিক্রেতাগণ উহা আনাইতেন। সম্প্রতি রঘুনাথগঞ্জ চাউলপটীতে শ্রীবিশ্বেশ্বর চট্টোপাধ্যায় মহাশয় নানাবিধ সুস্বাদু পানীয় জল তৈরীর জন্য একটী কল বসাইয়াছেন। এই কলের তৈরী জল পান করিয়া গ্রাহকগণ তৃপ্তিলাভ করিতেছেন। স্থানীয় বিক্রেতাগণের সহযোগিতা ও জনসাধারণের সহানুভূতি পাইলেই এই প্রতিষ্ঠানটী ক্রমশঃ উন্নতির পথে অগ্রসর হইবে।

অবহেলিত ৫নং ওয়ার্ড

জঙ্গিপুর মিউনিসিপালিটির অন্যান্য ৬টি ওয়ার্ড অপেক্ষা ৫নং ওয়ার্ডের আয় বড় কম নয়। এই ওয়ার্ডে এমন রাস্তা আছে যাহা সুদীর্ঘ ২০ বৎসরে কোন সংস্কার হয় নাই। এক পসলা বৃষ্টির পরই রাস্তাটী একটী ছোট পুকুরের আকার ধারণ করে। এই রাস্তার পাশের জলনিকাশের নালা ক্রমশঃ মজিয়া গিয়াছে এবং স্থানে স্থানে উহা বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। সম্মুখে বর্ষা আসিতেছে। এ সময়ে জল নিকাশের নালা কাটান বিশেষ আবশ্যক। চণ্ডীমণ্ডপের পাশের গলি রাস্তা, তুলসীবিহার বাটীর উত্তর দিকের গলি রাস্তা, স্বর্গীয় কৃষ্ণচৈতন্য কবিরাজ মহাশয়ের বাটীর উত্তরের গলি রাস্তা, শ্রীরামেশ্বর আগরওয়ালার বাটীর উত্তরের গলি রাস্তা সংস্কার অভাবে ক্রমশঃ অগম্য হইতেছে। এ বিষয়ে আমরা কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করি।

ষ্টীল ট্রাঙ্কের কারখানা

রঘুনাথগঞ্জ চাউলপটির মোড়ে একটি ষ্টীল ট্রাঙ্কের কারখানা খুলিয়াছে। এই কারখানায় নানা প্রকারের সুটকেস ও ট্রাঙ্ক তৈরী হইয়া অপেক্ষাকৃত সুলভ মূল্যে বিক্রয় হইতেছে। পুরাতন সুটকেস, ট্রাঙ্ক প্রভৃতি মেরামত ও রং করা হয়।

সি. কে. সেনের আর একটি

অনবদ্য সৃষ্টি

পুষ্পগন্ধে সুরভিত

ক্যাস্টর অয়েল

বিকশিত কুসুমের স্নিগ্ধ
গন্ধসারে সুবাসিত এই
পরিস্রুত ক্যাস্টর
অয়েল কেশের
সৌন্দর্য্য বর্ধনে
অনুপম।

সি. কে. সেন অ্যাণ্ড কোং লিঃ

জবাকুসুম হাউস, কলিকাতা ১২

দি আর্ট ইউনিয়ন প্রিণ্টিং ওয়ার্কস

৫৫।৭, গ্রে ষ্ট্রীট, পোঃ বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬

টেলিগ্রাম: "আর্টইউনিয়ন" টেলিফোন: বড়বাজার ৪১২

প্রাথমিক, মধ্য ও উচ্চ বিদ্যালয়ের
যাবতীয় ফরম, রেজিষ্টার, গ্লোব, ম্যাপ, ব্লাকবোর্ড এবং
বিজ্ঞান সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি ইত্যাদি
ও
ইউনিয়ন বোর্ড, বেঞ্চ, কোর্ট, দাতব্য চিকিৎসালয়,
কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটী, ব্যাঙ্কের
যাবতীয় ফরম ও রেজিষ্টার ইত্যাদি
সর্ব্বদা সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়

* * *

রবার ষ্ট্যাম্প অর্ডারমত যথাসময়ে প্রস্তুত ও ডেলিভারী হয়

আমেরিকায় আবিষ্কৃত

ইলেকট্রিক সলিউসন

— দ্বারা —

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়:—

আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য কিন্তু যাঁহারা জটিল রোগে ভুগিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন, স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য, যৌবনশক্তিহীনতা, স্বপ্নবিকার, প্রদর, অজীর্ণ, অম্ল, বহুমূত্র ও অন্যান্য প্রস্রাবদোষ, বাত, হিষ্টিরিয়া, সূতিকা, ধাতুপুষ্টি প্রভৃতিতে অবার্থ পরীক্ষা করুন! আমেরিকার সুবিখ্যাত ডাক্তার পেটাল সাহেবের আবিষ্কৃত তড়িৎশক্তিবলে প্রস্তুত ইলেকট্রিক সলিউসন' ঔষধের আশ্চর্য্য ফল দেখিয়া মন্ত্রমুগ্ধ হইবেন। প্রতি বৎসর অসংখ্য মুমূর্ষু রোগী নবজীবন লাভ করিতেছে। প্রতি শিশি ১৷৷০ টাকা ও মাশুলাদি ১/০ এক টাকা এক আনা।

সোল এজেণ্ট:—**ডাঃ ডি, ডি, হাজরা**

ফতেপুর, পোঃ—গার্ডেনরিচ, কলিকাতা—২৩

বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান

চা-সংসদে

রকমারী সুগন্ধি দার্জ্জিলিং চা এবং আসাম ও ডুয়ার্সের ভাল চা ন্যায্য মূল্যে পাবেন। আপনাদের সহানুভূতি ও শুভেচ্ছা কামনা করি।

চা-সংসদ রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পাণ্ডত কর্ত্তৃক
সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।